ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৯ ● কলকাতা ● ২৩ পৌষ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৯ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

চেনা গল্পে অচেনা ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

ফিফার বর্ষসেরা একাদশের মনোনয়নে মেসি-রোনালদো

পৃঃ ৬


## শাহজাহানকে খুঁজতে

## নবান্নের ওপর বাড়ছে চাপ!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন সন্দেশখালিতেই বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শেখ শাহজাহান। অভিযানের দিন ইডি দাবি করেছিল, সন্দেশখালিতেই ছিলেন তিনি। অথচ, তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিকে, আবার তাঁকে গ্রেফতার না করতে পারার দায় পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।জানা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট খবর পেলে তবেই শাহজাহানের খোঁজে অভিযান চালাতে পারে ইডি। তবে প্রাথমিকভাবে নবান্নের ওপরেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, শাহজাহানের গ্রেফতার না হওয়ার দায় কার? তা নিয়ে জবাব তলব করেছেন রাজ্যপাল। শাহজাহান সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশে চলে গিয়েছেন নাকি দেশেই আছেন, তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বোস। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে না পারার ব্যর্থতা যে অফিসারের, তাঁদের শাস্তি দিতে হবে।প্রশ্ন উঠছে, এরপর কী? শাহজাহান কি নাগালের বাইরে চলে যাবেন?

সূত্রের খবর, শাহজাহান দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কাও রয়েছে ইডি-র। তার জন্য ইতিমধ্যেই সতর্কও করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জানা গিয়েছে, ইডি ইতিমধ্যেই এই

এরপর ৩ পাতায়

## যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে এদিন তিনি বলেন, "প্রতিবছর স্টুডেন্টস উইক হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। স্টুডেন্টসদের সব এই সময় দিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক হবে। এটা বদল হবে না। আমি প্রতিবার ৮ জানুয়ারি আসব সবার সামনে। প্রিন্সিপাল, সহ বাকিদের থেকে খোঁজ খবর নেব।"মমতা বলেন, "গরীব হয়ে জন্মানো অপরাধ নয়। মানুষ করে গড়ে তোলা আমাদের কাজ। উচ্চশিক্ষার জন্যে আমাকেও মটরমালা বিক্রি করতে হয়েছিল। সাইকেল দ্রুত দেওয়া হোক, যাথে শূন্যস্থান না থাকে। এসসি, এসটি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ থেকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। যার নাম দেওয়া হল যোগ্যশ্রী।"তিনি আরও বলেন, "অনেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে অবজ্ঞা করেন। বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরা ভালো ইংরেজি বলতে না পারলে অবহেলা করা হয়। বাম আমলে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা চালু করেছি। আজকের ছাত্রছাত্রীদের কি প্রয়োজন? মেধার কি প্রয়োজন তা গড়ে তোলা হচ্ছে? অনেক জায়গায় ইংরেজি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। WBCS অফিসাররা এক সময় ইংরেজি ড্রাফট করতে যথাযথ পারতেন না বলে নানা অসুবিধার কথা বলত। এখন তাদের ব্রিটেনে পাঠানো হচ্ছে। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন।"এছাড়া এদিন 'ইন্টার্নশিপ স্কিম'ও চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি চাই ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা সরকারি কাজের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিক। এই প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হতে পারলে প্রত্যেকে সার্টিফিকেট পাবে। এক বছরের জন্য আড়াই হাজার পড়ুয়াকে ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে। পড়ুয়াদের যোগ্যতার বিচারে তাদের চাকরি রিনিউ হবে। এভাবে গ্রাসরুট থেকে লোক তুলে আনার চেষ্টা করছি আমরা। ইন্টার্নশিপ করার সময় ১০ হাজার টাকা সাম্মানিক পাবেন। ছাত্রজীবন থেকে প্রশাসনিক ধারণা হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর আগেও 'কন্যাশ্রী', 'সবুজসাথী', 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে'র মতো একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

## শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে

## হাই কোর্টে গেলেন শুভেন্দু, সঙ্গে দু'জন মহিলা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে মামলা করতে এ বার হাই কোর্টে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সন্দেশখালির ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ শাহজাহান। শুভেন্দুর মামলার বিষয় যদিও সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনা নয়। সোমবার শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলা করতে শুভেন্দু হাই কোর্টে এলেন দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে!শুভেন্দু আদালতে জানিয়েছেন, এই দু'টি মামলারই মূল আসামি শাহজাহান। ওই দুই মামলার অভিযোগের ভিত্তিতে হাই কোর্টে মামলা লড়তে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আইনজীবী আনা হবে।দাবি করলেন সিবিআই এবং এনআইএ তদন্তের।

ওই দুই মহিলার নাম পদ্মা মণ্ডল এবং সুপ্রিয়া মণ্ডল। বাড়ি শাহজাহানের এলাকা সন্দেশখালিতে। শাহজাহানে বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষী হিসাবেই তাঁদের নিয়ে এসেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, এই দুই মহিলার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছেন তৃণমূল নেতা শাহজাহান। তাঁর বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলাও হয়েছিল। কিন্তু সিআইডি সেই মামলার তদন্তে নামার পর শাহজাহানের নাম

এরপর ৩ পাতায়


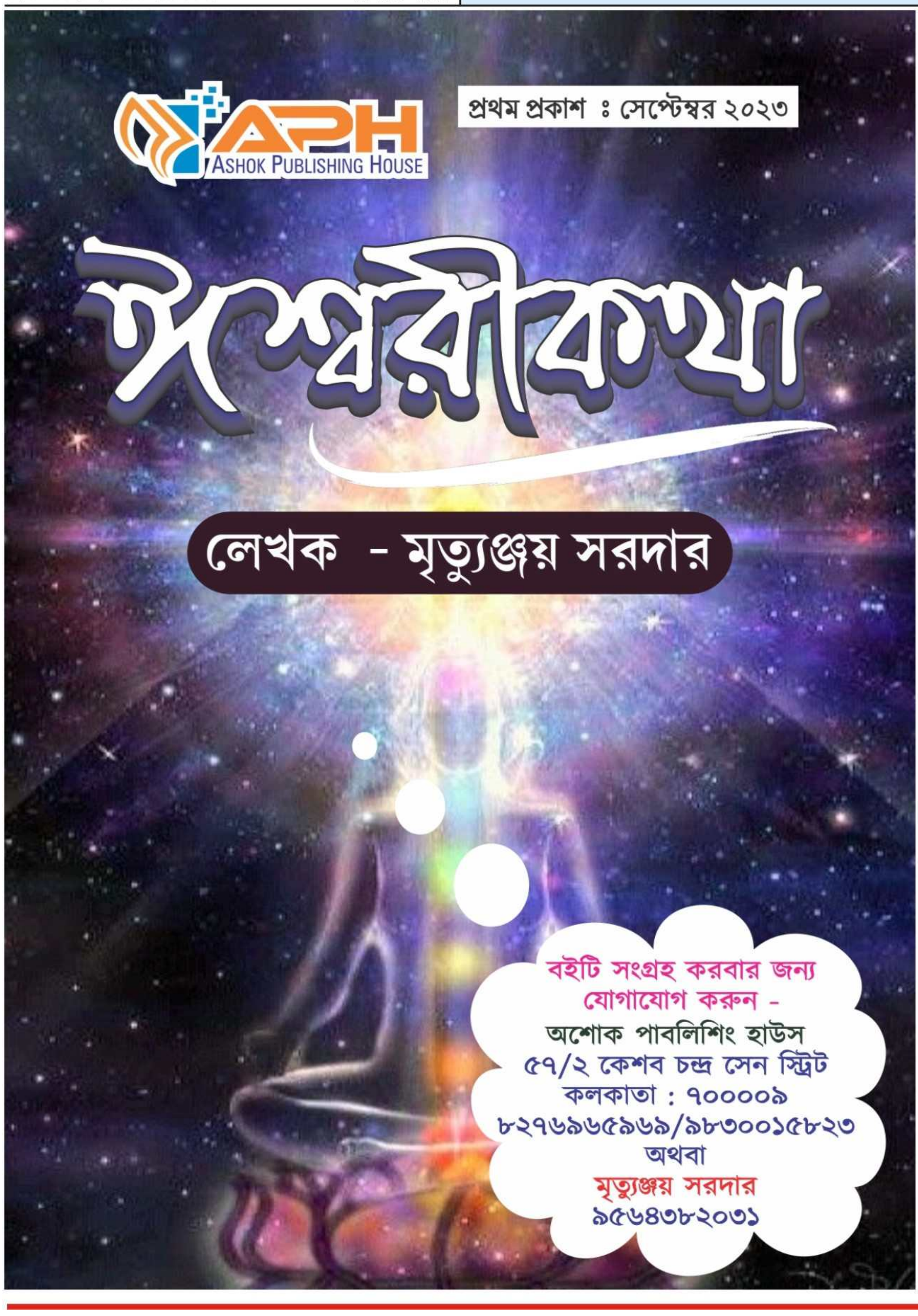


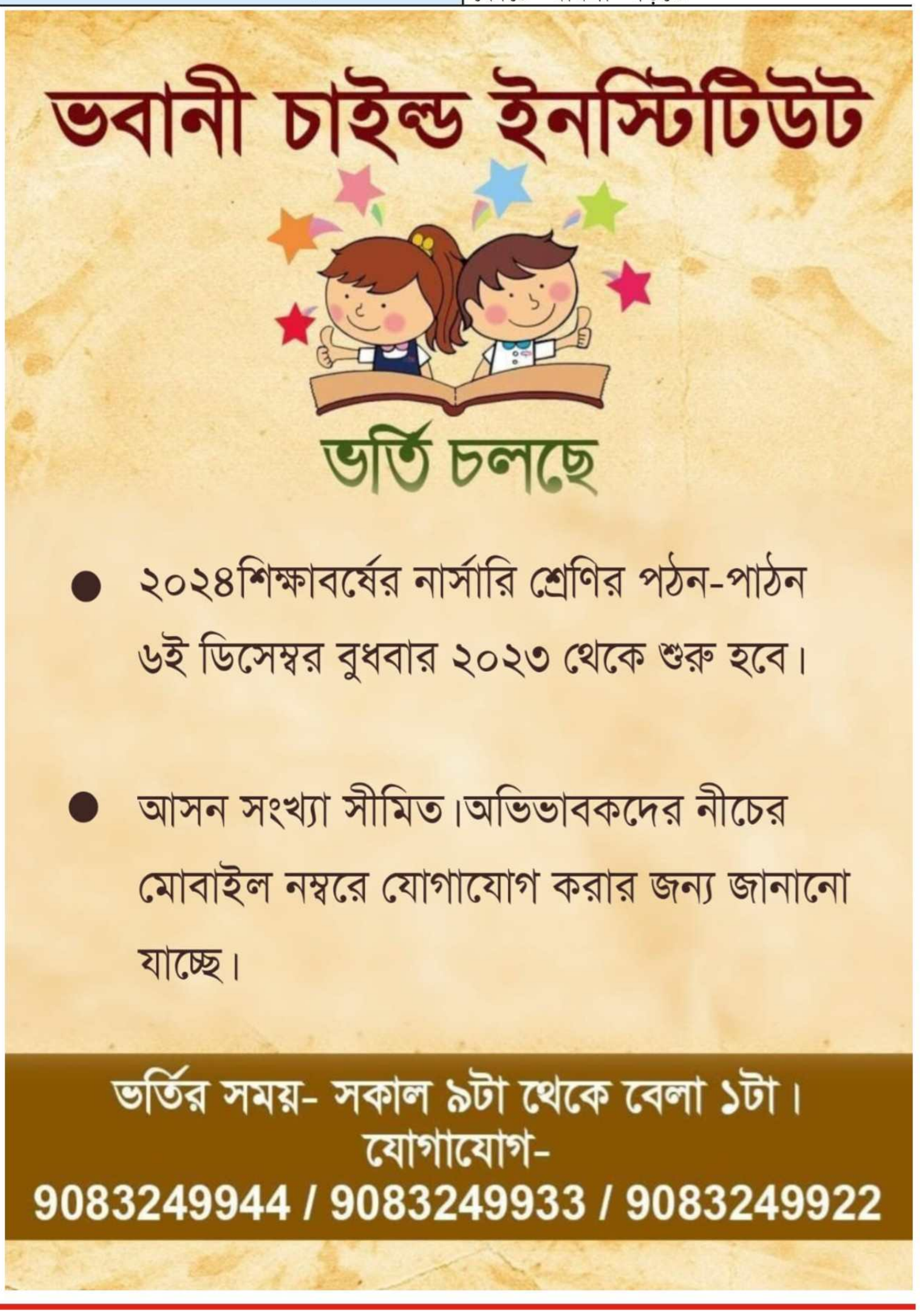

## সন্দেশখালির অশান্তি নিয়ে

# মুখ খুললেন ডিজি রাজীব কুমার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সন্দেশখালি, বনগাঁয় কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এই হামলার মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। পর দিন বনগাঁয় আরেক তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময়েও ইডির গাড়িতে হামলা চলে।

সন্দেশখালি ও বনগাঁয় ইডির উপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করেও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছিলেন, জেলা প্রশাসনকে না জানিয়ে ইডি আধিকারিকরা কেন তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন? সোমবার ইডি বিবৃতি জারি করে জানায়, বনগাঁয় অভিযানের দিন পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছিল সকালে, বলা হয়েছিল নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের তরফে কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আর রাতের বেলা ইডির গাড়িতে হামলা চলে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এ বিষয়ে জেলা পুলিশের জবাব চেয়েছে।যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনী সেই হামলা রুখে দেয়।কিন্তু এসবের পর উত্তর ২৪ পরগনার আইশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। এনিয়ে পুলিশের পদস্থ কর্তারা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার (Rajeev Kumar) সাফ জানালেন, আইনশৃঙ্খলা ভেঙেছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর সফরে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের নয়া ডিজি রাজীব কুমার। রবিবার রাত এবং সোমবার সকালে তিনি নিজে গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শন করেছেন। এদিন বিকেলেও তিনি ফের মেলা পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকরা তাঁকে সন্দেশখালি নিয়ে প্রশ্ন করেন। প্রথমে ডিজি এনিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেও পরে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দেন। বলেন, 'যারা আইন ভেঙেছে বা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ

# শাহজাহানের বিরুদ্ধে, ৫ বছর আগের ঘটনা আবার এল আদালতে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আরও ফ্যাসাদে শাহজাহান শেখ। ২০১৯ সালে সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই ঘটনায় পুলিশের চার্জশিটে শাহজাহান শেখ-সহ বাকিদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে সিআইডি যে মামলার তদন্ত করছিল, সেখানে চার্জশিটে নাম থাকলেও পরে শাহজাহান জামিন পেয়ে যান।প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করেছিল বিজেপি। উল্কাগতিতে উঠে এসেছিল বঙ্গ বিজেপি। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮টিতে জয় ছিনিয়ে এনেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে খুন করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই মামলায় মূল অভিযোগ ছিল এই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ প্রথমে চার্জশিটে তাঁর নামই রাখেনি। পরে সিআইডি চার্জশিটে নাম রাখলেও, জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন শাহজাহান শেখ। এবার পাঁচ বছরের পুরনো সেই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে ফ্যাসাদে শাহজাহান।এই দু'টি চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবার। ২০১৯ সালের ওই ঘটনায় সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন পরিবারের লোকেরা।

এরপর ৩ পাতায়

# মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর মেলা

**শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী : নিউজ সারাদিন :** ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মহাতির্থ। অতি প্রাচীন কাল হতেই অধতত্ব পথের সাধক,মুনিঋষী, সাধুসন্তগণ গঙ্গার তটভূমিতে আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের পরম প্রাপ্তি লাভ করেছেন। অগনিত মঠ মন্দির দেবালয় তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে গঙ্গার উভয় তীরে। গঙ্গাতীরে যাগ - যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, দান তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধকৃত্য, দেবতা পূজন যা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। তাই গঙ্গার পবিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে পরমাকর্ষণে সাধুসন্ত গন আশ্রয় গ্রহণ করেন গঙ্গার পূণ্য তটভূমিতে। মহর্ষি কপিল দেবের সাধনার পাদপীঠ গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের এক মহান তীর্থস্থান। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নদী ও সমুদ্র বিধৌত নিম্নভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম নামে পরিচিত। এখানেই ধ্যানরত কপিল দেবের হুঙ্কারেই সগর রাজের ষাট হাজার সন্তান ভষ্মীভূত হয়েছিল। সগর সন্তানগণের সন্ধানে আগত অংশুমানকে কপিলমুনি বলেন- যদি পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী এসে এদের অভিষিক্ত করেন তবেই এরা মুক্ত হতে পারবেন। অতঃপর সগররাজ, অংশুমান, দীলিপ বহু তপস্যা করেও উর্দ্ধলোক হতে গঙ্গাকে আনয়ন করতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রাজা ভগীরথ পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে আনয়ন করে কপিল দেবের আশ্রমের নিকটে সাগর তটে নিয়ে আসলে মুনিবর গঙ্গাদেবীকে স্বাগত জানিয়ে সগর সন্তানগণের দুর্গতির কথা নিবেদন করেন। ত্রিলোকপাবনী মাতা গঙ্গাদেবী তখন পবিত্র সলিল সিঞ্চনে ভস্মীভূত সগর সন্তানগণকে দিব্য গতি প্রদান করেন। পবিত্র গঙ্গাসলিলের স্পর্শ পেয়ে সগর সন্তানগণ মুক্ত হলেন। এই সেই শুভ্র বালুকাযুক্ত সুবিস্তৃত বেলাভূমি, নিকটে সবুজ বনানী, সীমাহীন সৌন্দর্য সম্ভারে সজ্জিত ভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম। গঙ্গাসাগর সঙ্গম মহাতীর্থ একবার বা একদিনের জন্য নয়, গঙ্গাসাগর সঙ্গম নিত্য মহাতীর্থ। কোননা গঙ্গাসাগর মহাতীর্থের মাহাত্ম্য অপরিসীম, অনির্বচনীয় এবং অপরিমেয়। স্কন্দ পুরানে আছে- মানব সকল তীর্থ দর্শন, দান, তপস্যা, দেবপূজা, যজ্ঞাদিতে যে ফল লাভ করেন, তা একমাত্র গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানে লাভ হয়- " লভতে পুরুষ: সর্ব্বং স্নাত্বা সাগর সঙ্গমে। " পদ্ম পুরাণে আছে- কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাকেই আশ্রয় করা কর্তব্য- " কলৌ গঙ্গা সমাশ্রয়েৎ। " যারা সশরীরে গঙ্গা স্নানে যেতে অসমর্থ তারাও যদি - " গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনাঙ শতৈরপি। মুচ্যন্তে সর্ব্ব পাপেভ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। " অর্থাৎ কেহ যদি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে লত যোজন ( আটশত মাইল) দূরে বসে - " গঙ্গা গঙ্গা " বলে ডাকেন সকল প্রকার পাপ মুক্ত হয়ে তিনিও ভগবান বিষ্ণুর লোকে গমন করেন। গঙ্গাসাগর মেলার প্রধান আকর্ষণ শ্রীকপিল দেবের মন্দির। শ্রীমন্দিরে কপিলদেব পদ্মাসনে যোগরূঢ় অবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁর বাম হাতে কমন্ডুল,ডান হাতে জপমালা, শিরোদেশে পঞ্চনাগ ছত্রবৎ অবস্থিত। শ্রীকপিল দেবের দক্ষিণে শ্রীগঙ্গাদেবীর বিগ্রহ। ইনি চতুর্ভুজা এবং মকর বাহন। শ্রীহস্ত সমূহে শঙ্খ, পদ্ম, অমৃতকুম্ভ ও বরাভয়। সন্মুখে মহাতাপস ভগীরথ। কপিলদেবর বিগ্রহের বামপার্শ্বে সগর রাজ ভক্তি বিনম্র চিত্তে করজোড়ে অবস্থান রত। এই গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তি দিবসে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী মহাস্নান করে থাকেন। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, গঙ্গায় তর্পনাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত এই পূন্য দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর স্নানের বিশেষ মন্ত্র, যথা - " ত্বতং দেব সরিতাং নাথ তং দেবী সরিতাম্বরে। উভয়ো: সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ।। " এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। স্নানান্তে দানাদি কার্য বিধেয়। জগৎ জীবের উদ্ধারের জন্য ত্রিলোক পাবনী গঙ্গাদেবীর এই জগতে আগমন। তাই আমরা এই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান মহোৎসবের দিনে ত্রিলোক জননী গঙ্গাদেবীর চরণ সমীপে প্রার্থনা করি- হে মাত: গঙ্গে! আপনি এই ভারত ভূমিতে শুভাগমন করে যেমন সুজলা- সুফলা- শস্য- শ্যামলায় প্রাকৃতিক সম্পদে দেবী বসুন্ধরাকে সমৃদ্ধ করেছেন, ভস্মীভূত সগর সন্তানগণের পরম কল্যাণ বিধান করেছেন, তেমনি-" হে শান্তি সম্পাদন কারিণী ! হে প্রনতার্তিহারিণী জগন্নাত: ! দু:খ- ক্লেশে লাঞ্ছিত, ত্রিতাপে দগ্ধীভূত, বেদনায় আর্তনাদ গ্রস্থ জীব- জগতের প্রতি আপনার তরঙ্গ থেকে আগত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করে তাদের ত্রিতাপে তাপিত হৃদয়ে সুশীতল শান্তির স্পর্শে পরমানন্দের সঞ্চার পূর্বক পরম কল্যাণ বিধান করুন।

## কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন জাতীয়

# পরিবহন নীতির প্রতিবাদে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ

**আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন জাতীয় পরিবহন নীতির প্রতিবাদে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ চলছে গাড়ির চালকদের। বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি বন্ধ রেখেছে চালকেরা। সোমবার সকালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাড়িয়ালে চাঁচলগামী ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গাড়ির চালকেরা। অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় অবরোধ। পাশাপাশি সামসি ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সমস্ত যাত্রীবাহী পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলো এলাকার সমস্ত গাড়ি চালকরা। কিন্তু এই নতুন আইন বাতিল না হলে গাড়ির চালকদের কর্মবিরতি উঠবে না বলে দাবি করেছেন চালকেরা। চালকদের অভিযোগ আগের আইন অনুযায়ী কোন দুর্ঘটনা হলে তাদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা হতো।কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী ১০ বছরের জেল এবং ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।যেটা কোন গাড়ির চালকের পক্ষে সম্ভব নয়।তাই এই আইন বাতিল না করলে তারা গাড়ি চালাবে না বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

## স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের,

# শেষমেষ গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হল অস্থায়ী কাঠের সেতু

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন :** সুবর্ণরৈখিক মিলন। আসনবনী গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি স্থায়ী সেতুর। তার জন্য বহুবার প্রশাসন-কে জানিয়েও কোনও কাজের কাজ হয়নি, তারপর সুবর্ণরেখা নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। শেষমেশ নিজেদের সুবিধার জন্য গ্রামের মানুষজন নিজ উদ্যোগ নিয়ে বানিয়ে ফেললেন অস্থায়ী কাঠের সেতু! সেতু তৈরি হওয়ার ফলে অবশ্যই উপকৃত হচ্ছেন এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষজন। পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ কিংবা চিকিৎসার জন্য ঝাড়খন্ড রাজ্য বর্ডার হয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যেতে হত। তাছাড়াও গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আসতে গেলে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে আসতেন অনেকেই। তাছাড়াও ঝাড়খন্ড কিংবা এই রাজ্যের মানুষজন থেকে শুরু করে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনকে এবং গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের জানাঘাটি, মদনশোল সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষকেও এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে হচ্ছিল। নদী পথে নৌকা করে না হলে প্রায় ৪০ - ৫০ কিলোমিটার রাস্তা বেয়ে সাধারণ মানুষকে গোপীবল্লভপুর বাজারের বুকে পৌঁছাতে হয় নানান প্রয়োজনীয় কাজে। এলাকার এই সমস্যার কথা ভেবে গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের আসনবনী গ্রামের বাসিন্দারা নিজ উদ্যোগে সুবর্ণরেখা নদীর উপর গড়ে তুললেন আস্ত একটি ফেয়ারওয়েদার ব্রীজ। গ্রাম বাসিদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি কাঠের সেতুর উপর শুরু হয়েছে যাতায়াত। এই প্রসঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ বাড়ি জানান, "স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২ ঘন্টার পথ মাত্র ১৫ এর মধ্যে পৌছে যাওয়া যাবে এছাড়াও সময় অপচয় কম হবে সঙ্গেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ সুবিধা হয়েছে এতে নিজেদের পড়াশোনার জন্য বাড়তি সময় পাবে তারা।" গোপীবল্লভপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালী মুর্মু মান্ডি বলেন কাঠের সেতুটি নির্মাণ হতে বহু মানুষের যোগাযোগের সুবিধা হল। আসনবনী গ্রামের বাসিন্দা সুখেন চন্দ্র নায়েক,তপন কুমার ভূঁইয়া, দুর্গা বিশুইরা জানান, ব্রিজ হতে একদিকে যেমন যোগাযোগের সুবিধা বাড়লো তেমনি এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। তবে স্থায়ী ব্রীজ এর অপেক্ষা আর কতদিন করতে হবে? -বলছেন এলাকার মানুষজন।

**গত ৫ জানুয়ারি নাগেরবাজার ILS Hospital-এ পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বরের গলা এবং নাকের অপারেশন হবার পর গতকাল থেকে একটু ভালো আছেন। আগামী ১০ জানুয়ারি বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন।**

১-ম পাতার পর

# শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে গেলেন শুভেন্দু, সঙ্গে দু'জন মহিলা

মামলা থেকে বাদ পড়ে।

রেশন দুর্নীতি মামলায় হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। যদিও সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা আপাতত নিখোঁজ। সোমবার ইডি তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এর মধ্যেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও আনলেন শুভেন্দু। আদালতে শুভেন্দু জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ৬ জুন সন্দেশখালির বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল এবং সুকান্ত মণ্ডলকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় চার্জশিটে নাম ছিল শাহজাহানের। কিন্তু পরে সিআইডি তদন্ত করে চার্জশিট থেকে তাঁর নাম বাদ দেয়। এখানেই শেষ নয়। ২০২২ সালে দ্বিতীয় খুনের ঘটনাতেও শাহজাহানের নাম চার্জশিটে হয়েছিল। কিন্তু সেবারও তাঁকে জামিন দেওয়া হয়।

১-ম পাতার পর

# শাহজাহানকে খুঁজতে নবান্নের ওপর বাড়ছে চাপ!

ঘটনার রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে। অন্যদিকে, সিআরপিএফ-এর মাধ্যমে গোটা ঘটনার রিপোর্ট পৌঁছেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। আবার ইডি ও সিআরপিএফ যৌথভাবে রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। রাজ্যপালের কাছ থেকে রিপোর্ট যাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে।

সূত্রের খবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে দ্রুত শাহজাহানকে পাকড়াও করার জন্য সচিব পর্যায়ে চাপ তৈরি হচ্ছে নবান্নের ওপর। অন্যদিকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থাকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাহজাহানের গতিবিধি জানার জন্য। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইনটেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি-কেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাহজাহানকে খোঁজার।

## ছত্তিশগড়ের জনজাতিভুক্ত মহিলা সরকারি কর্মসূচি

# সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দিয়ে মুগ্ধ করলেন প্রধানমন্ত্রীকে

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সারা দেশের কয়েক হাজার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ছত্তিশগড়ের কাঙ্কেরের এক কৃষক পরিবারের শ্রীমতী ভূমিকা ভুয়ারাইয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানান যে, তিনি তাঁর গ্রামে ২৯টি বনধন গোষ্ঠীর একটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং তিনি বনধন যোজনা, উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ, জল জীবন, এমএনআরইজিএ কার্ড, রেশন কার্ড এবং পিএম কিষাণ সম্মান নিধি সহ একাধিক সরকারি কর্মসূচির সুযোগ পেয়েছেন। শ্রীমতী ভূমিকা সবকটি সরকারি কর্মসূচির নাম মনে রাখতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে মানুষের জন্য কাজ করতে সরকার আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী ঠিক সময়ে রেশন পাওয়া যায় কি না সেই নিয়ে খোঁজ নেন। অনুসন্ধিৎসু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ভূমিকার কাছে জানতে পারেন যে ভূমিকা সরকারের কর্মসূচি সম্পর্কে এত তথ্য পেয়েছেন তাঁর বাবা-মায়ের কাছে থেকে। তাঁর পিতা-মাতা, তাঁর কলেজে পাঠরত ছোট ভাই সহ সব ছেলেমেয়ের জন্যই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করায় শ্রী মোদী প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রামের সকল বাসিন্দাকে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর স্বনির্ভর বনধন গোষ্ঠীর সম্পর্কেও জানান যারা মাওয়া লাড্ডু এবং আমলার আচার তৈরি করে যা বাজারে বিক্রি হয় কেজি প্রতি ৭০০ টাকা দরে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সুবিধাপ্রাপকদের কাছে কোনো বাধা ছাড়াই সুবিধাগুলি পৌঁছনোয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মহুয়ার যথাযথ ব্যবহারে তাঁর প্রয়াসেরও প্রশংসা করেন কারণ মহুয়া সাধারণত নেশা করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। প্রধানমন্ত্রী বনধন কেন্দ্রের ইতিবাচক ফলাফলের জন্য শ্রীমতী ভূমিকাকে কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, 'সরকার জনজাতি অঞ্চলে নাগরিকদের উন্নয়নে দায়বদ্ধ'। তিনি ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে সূচিত হওয়া পিএম জনমন যোজনা সম্পর্কে জানান যা জনজাতির মানুষদের অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠতে চলেছে।

## কৃষ্ণা গোদাবরী অববাহিকায় গভীর জল থেকে

# তৈল উৎপাদন শুরু হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষ্ণা গোদাবরী অববাহিকা (বঙ্গোপসাগর উপকূলে কেজি-ডিডাব্লুএন-৯৮/২ ব্লক)-য় অসুবিধাজনক গভীর জল থেকে প্রথম তৈল উৎপাদন শুরু হওয়ায় প্রশংসা করেছেন।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরীর এক্স হ্যান্ডলে পোস্টের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"ভারতের শক্তি যাত্রায় এটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ এবং আমাদের আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গতি আনবে। পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতির পক্ষেও এতে অনেক উপকার হবে।"


চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১


## এক জেলা এক পণ্য প্রকল্পের জন্য

# প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইউপি বিশ্বকর্মা

**নয়াদিল্লি, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। সারা দেশের হাজার হাজার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীরা এতে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিরাও এতে অংশ নেন।

টেরাকোটা সিল্কের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের শ্রী লক্ষ্মী প্রজাপতি প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্মী স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের বিষয়ে জানান। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ১২ এবং বার্ষিক আয় প্রায় ১ কোটি টাকা। 'এক জেলা এক পণ্য' উদ্যোগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলে - শ্রী প্রজাপতি এই রাজ্যে প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেক কারিগরই যন্ত্রপাতি, বিদ্যুতের সুবিধা এবং মাটি প্রস্তুতের সুযোগ পেয়েছেন বিনামূল্যে। পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে তুলনা করে শ্রী প্রজাপতি বলেন, শৌচাগার ও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মতো প্রকল্পগুলি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে। এই প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও সরকারি আধিকারিকদের প্রচারের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী প্রজাপতি বলেন, গ্রামে গ্রামে মোদীর গ্যারান্টির গাড়ির পেছনেই বহু মানুষ ছুটেছেন তা নয়, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতেও বহু মানুষ সমবেত হয়েছেন। শ্রী প্রজাপতি বলেন, তাঁর টেরাকোটা সিল্কের তৈরি পণ্য বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ সহ প্রায় প্রতিটি শহরেই বিক্রি হয়।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের জন্য এটি বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করা প্রকল্প। এর মাধ্যমে কারিগররা আধুনিক যন্ত্রাংশ পাচ্ছেন। তিনি শ্রী প্রজাপতিকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা সম্পর্কে তাঁর এলাকায় প্রচার চালাতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী 'ভোকাল ফর লোকাল' এবং 'এক জেলা এক পণ্য' উদ্যোগের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বিশেষ জোর দেন। এই প্রকল্পগুলিকে সফল করতে জনগণ যেভাবে অংশ নিচ্ছেন, তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী।

## প্রধানমন্ত্রী মিজো জৈব চাষীকে তাঁর আয়

# ৭ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করার জন্য প্রশংসা করেছেন

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সারা দেশের কয়েক হাজার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মিজোরামের আইজলের শ্রী সুইয়াইয়া রালতে ২০১৭ থেকে জৈব চাষ করছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আদা, মিজো লঙ্কা এবং অন্যান্য আনাজ চাষ সম্পর্কে জানান এবং বলেন যে তিনি তাঁর উৎপাদিত পণ্য নতুন দিল্লির মতো দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানেও বিক্রি করতে পারছেন। ফলে তাঁর আয় ২০,০০০ টাকা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে হয়েছে ১৫০,০০০ টাকা। বাজারে তাঁর কৃষি পণ্যের বিক্রি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রী রালতে বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিশন অর্গ্যানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্টের আওতায় একটি বাজার তৈরি হয়েছে যেখানে কৃষকরা কোনো বাধা ছাড়াই তাঁদের কৃষি পণ্য বিক্রি করতে পারেন। দেশে বহু কৃষক জৈব চাষের দিকে ঝুঁকছেন এবং তাতে শ্রী রালতের মতো কৃষক উত্তরপূর্বের দূরবর্তী এলাকায় থেকেও নেতৃত্ব দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জৈব চাষ মানুষের পাশাপাশি ভূমির স্বাস্থ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ৯ বছরে রাসায়নিক মুক্ত কৃষিপণ্যের বাজার ৭ গুণেরও বেশি লাফিয়ে বেড়েছে। ফলে কৃষকদের আয় যেমন বেড়েছে, উপভোক্তাদের স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে। যে সমস্ত কৃষক জৈব চাষ করছেন তিনি তাঁদের ধন্যবাদ দেন এবং যাঁরা এখনও তা করেননি তাঁদের জৈব চাষ শুরু করার আর্জি জানান।

## অন্দ্রপ্রদেশে ১০২ বছরের পুরোনো সমবায় সমিতির

# গৃহীত নতুন পন্থা পদ্ধতিগুলির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

**নতুন দিল্লি ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন। এই কর্মসূচীর হাজার হাজার সুবিধাভোগী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় প্রশাসনের জনপ্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়ালার ১০২ বছরের পুরোনো একটি সমবায় সমিতির সদস্য সইদ খাজা মুইহুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীকে জানান, বর্তমান সরকার কৃষি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো সংক্রান্ত এক প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছে। নাবার্ডের মাধ্যমে এই ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। এরফলে, তাঁদের সমবায় গোষ্ঠী ৫ টি গুদাম তৈরি করতে পেরেছে। কৃষকরা তাঁদের কৃষিপণ্য গুদামে রাখছেন এবং বৈদ্যুতিণ পদ্ধতিতে একটি রশিদ সংগ্রহ করছেন। তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প সুদের মাধ্যমে ঋণ নিতে পারছেন। কৃষকরা যাতে উৎপাদিত ফসলের ভালো দাম পান, তা নিশ্চিত করতে ই-মান্ডি এবং ই ন্যাম-এর সহায়তায় বহুমুখী ব্যবস্থাপণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন। এরফলে, মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই সমবায় গোষ্ঠীতে মহিলা কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ মোট ৫,৬০০ জন যুক্ত রয়েছেন। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এরধরণের একটি গোষ্ঠী পরিচালনা করায় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় কৃষকদের মানসিকতাকে শ্রদ্ধা জানান। সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই সমিতির কৃষকরা কৃষি সংক্রান্ত পরিকাঠামো তলবিলের বিষয়ে জানতে পেরেছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে আরও বলেন, উৎপাদিত শস্যের ভালো দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে নির্মিত গুদামগুলি সহায়ক হয়েছে। মুইহুদ্দিন জানিয়েছেন, গত ১০ বছরে বিভিন্ন উদ্যোগের কারনে তাঁর জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। তিনি বর্তমানে একটি কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র পরিচালনা করেন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং কৃষিপণ্য উৎপাদক সংগঠনের থেকে পাওয়া নানা সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারছেন। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ইউরিয়ার পরিবর্তে ন্যানো ইউরিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দেন তিনি। কৃষকদের মধ্যে নিরলসভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে সারের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সয়েল হেল্থ কার্ড সহায়ক হয়েছে। "আমি দেশের কৃষকদের কাছে আবেদন রাখছি, আপনারা ইউরিয়া এবং ন্যানো ইউরিয়া-দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করবেন না এবং সারের বাড়তি ব্যবহার বন্ধ করুন। সরকার 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' ভাবনায় কাজ করে চলেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প যাতে সকলের কাছে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করছে। কেউ যদি এই প্রকল্পগুলির সুবিধা থেকে বাদ পড়েন, তাহলে 'মোদীর গ্যারান্টির গাড়ি' তাঁর কাছে পৌঁছবে"। বুনিয়াদী কৃষি ঋণদান সংস্থাগুলিকে (পিএসি) শক্তিশালী করার জন্য সরকার সর্বোতভাবে উদ্যোগী হয়েছে। দেশ জুড়ে কৃষিপণ্য সঞ্চয়ের জন্য ২ লক্ষ গুদাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২ পাতার পর

# আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ শাহজাহানের বিরুদ্ধে, ৫ বছর আগের ঘটনা আবার এল আদালতে

উল্লেখ্য, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে। বলেছেন, "এই জঙ্গি, জেহাদি, রাষ্ট্রবিরোধী শাহজাহান শেখ শুধুমাত্র রেশন কেলেঙ্কারিতেই অভিযুক্ত নয়, তিন তিনটে লোকের দেহ লোপাট করা হয়েছে। দু'টি মামলা থেকে মমতার পুলিশের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে চার্জশিট মুক্ত হয়েছে। এই মামলা সিবিআই-এনআইকে-এর হাতে যাতে হস্তান্তর করা হয়, সেই আবেদন নিয়ে তাঁরা (পরিবারের লোকেরা) মামলা করলেন।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৯ সংখ্যা ০৯ জানুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৩ পৌষ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# কোথায় শাহজাহান; কাদের মদতে চম্পট, কেন্দ্রে গোপন রিপোর্ট দিল ইডি

সন্দেশখালির ঘটনার পর ফেরার থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্যে ফোনে বক্তব্য রেখেছেন শেখ শাহজাহান। সেই অডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও সেই অডিওর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি জি ২৪ ঘণ্টা। এদিকে ওই অডিও কীভাবে ভাইরাল হল তা নিয়ে দিল্লিতে গোপন রিপোর্ট দিল ইডি। কাদের সঙ্গে যোগাযোগ শাসকদলের নেতার, তাণ্ডবের পর কাদের মদতে চম্পট, এজেন্সির লোকজনের উপরে হামলার সময় কী করছিল পুলিস?সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপরে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিআরপিএফ আইজির সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তদের মধ্যে বৈঠক হয়। জানা যাচ্ছে শুক্রবার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়ি তল্লাশি করতে গিয়ে কী হয়েছিল তা আইজির কাছে জানাতে চান রাজ্যপাল। অর্থাত ইডি অফিসাররা কীভাবে আক্রান্ত হলেন, সেইসময় সিআরপিএফ কী করছিল তা জেনে নেন সি ভি আনন্দ বোস। গ্রামবাসীরা কেন হঠাত কেন একটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তা জানতে চান রাজ্যপাল। কীভাবে ইডি অফিসাররা মার খেলেন, কেন তাদের রক্ষা করা গেল না তাও জানতে চান রাজ্যপাল।এনিয়ে কেন্দ্রকে বিস্তারিত গোপন রিপোর্ট দিল ইডি। এমনটাই সূত্রের খবর।

এদিকে, শেখ শাহজাহানের সীমান্ত পার হওয়া আটকাতে লুক আউট সার্কুলার জারি করেছিল ইডি। সূত্রের খবর সেই সার্কুলারের জেরে সীমান্ত পার হতে পারেনি শাহজাহান। আওয়ামী লিগ বিরোধী শাহজাহানের উপরে নজর রেখেছে জধন-ও। ফলে মনে করা হচ্ছে এরাজ্যেই রয়েছে শাহজাহান।

ইডি সূত্রে খবর, সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ঘটনার দিনই বাংলাদেশ পালানোর ছক কষেছিল। তার সেই ছক ভেস্তে গিয়েছে। কারণ আজ বাংলাদেশে ভোট রয়েছে। ফলে সীমান্তে নিরাপত্তা অত্যন্ত কড়া নিজরদারি রেয়েছে বাংলাদেশের। ইডি সূত্রে খবর, শেখ শাহজাহান কীভাবে পালিয়ে গেল তা নিয়ে রিপোর্ট, ঘটনার সময়ে রাজ্য পুলিসের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। বরং নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে সুন্দরবন এলাকাতেই রয়েছে শেখ শাহজাহান। এদিকে, স্পিড বোট নিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বিএসএফ।

# '৬০ বছর হলেই যোগ্যদের বিদায় দিই না', প্রশাসনেও 'অভিজ্ঞতার' পক্ষে সওয়াল মমতার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে গতকালই মুখ খুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেছিলেন, তৃণমূল ঐক্যবদ্ধই রয়েছে। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পক্ষে। কারও ষাট বছর বয়স হয়ে গেলেই যে তিনি ব্রাত্য নন, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী এ দিন এই মন্তব্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে নিয়ে করেছেন। আর গতকাল ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমি বলেছি বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে। এটা সত্যি কথা। এটা আপনাকে মানতে হবে। আজকে আমার ৩৬-৩৭ বছর বয়স, কুড়ি-তিরিশ বছর পর তো আমার কর্মক্ষমতা আরও কমবে। এটা তো ধ্রুব সত্য। এটাই আমি বলতে চেয়েছি। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য।'

গত ২৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের বৈঠকে গিয়ে বলেছিলেন, সিনিয়র নেতাদের যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।এ দিন গঙ্গাসাগরে রাজ্যের প্রাক্তন দুই আইএএস অফিসার এইচ কে দ্বিবেদী এবং আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবসরের পরেও রাজ্য সরকারের হয়ে কাজ করার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা যোগ্য লোক তাঁদের আমরা ৬০ বছর হলেই বিদায় দিই না। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই। দ্বিবেদী চিফ সেক্রেটারি ছিল। আলাপনও মুখ্যসচিব পদে ছিল। এখন গোপালিকা রয়েছে। তিনজনকেই আমরা এক জায়গায় আনতে পেরেছি। এটা কিন্তু রাজ্য সরকারের একটা বড় কাজ।

এইচ কে দ্বিবেদী কয়েকদিন আগেই মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি আর্থিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে কাজ করছেন। আবার মুখ্যসচিব পদে তাঁর পূর্বসূরি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের উপদেষ্টা পদে রয়েছেন।

# সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ সব নিয়ে গবেষণা করার মতন জ্ঞান বা ধৈর্য আর ছিল না । তাই আমার কলমে সরস্বতী দেবীর বর্ণনা টা তুলে ধরছি।

সরস্বতী দেবীর একের হাতে পুস্তক। বিদ্যার্থীর লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন। আর সে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার 'বেদ' তার হাতে রয়েছে। 'বেদই বিদ্যা'। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন- 'জীবনকে শুভ্র ও পবিত্র রাখ। সত্যকে আঁকড়ে রাখ।

ক্রমশঃ

## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সুন্দরবনের কথা লিখতে গেলে এটা উল্লেখ করতেই হয়।সত্যের পথে চলতে গিয়ে আমার জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি ,অত্যাচার, অবিচার অনাচার ,কিনা হয়নি আজও তা অব্যাহত। সবিতার মহিমা তিনি যা করাচ্ছেন তাই আমার জীবনে ঘটে চলেছে।তবে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাজার চেষ্টা চালিয়ে আমাকে সত্যের পথ থেকে আজও সরাতে পারিনি ভবিষ্যতে পারবেও না।তবে আমি আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিগত দিনে বহু প্রাচীনকালে এটা ছিল এখানে মুনি-ঋষিদের বাসস্থান ও তপস্যার উপযুক্ত একটি জায়গা।বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী তীরে গড়ে উঠেছিল এই মনিঋষিদের তপস্যা কেন্দ্রিক বাসস্থানটি, প্রাচীনকালে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।আর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে এল আর এক মনীষীর কথা। কপিল মুনির জন্ম ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পুর্বে। তাঁর বর্তমান বযস অনুমানিক ২,৭৭০ বছর।হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতো ঋষি বিশেষ। কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে এঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি সাংখ্যদর্শন প্রণেতা। এই দর্শনে ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর মতে জগত জড়-প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত। তাঁর রচিত সাংখ্যদর্শনের সংখ্যা ২৫টি। ইনি এই সাংখ্য-দর্শন আসুরি নামক জনৈক শিষ্যকে দান করেন। পরে আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ তা সমগ্র ভারতে প্রচার করেন। একাগ্র চিত্তে তপস্যার জন্য ইনি পাতালে আশ্রম তৈরি করেছিলেন। ধ্যান ধারণার মধ্যে বিশাল সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছিল কপিল ।সাগরের সঙ্গে গঙ্গার মিলন ঘটিয়ে ছিলেন কপিল মুনি তপস্যা করে। গঙ্গার সঙ্গে সাগর রাজের মিলন ঘটান তিনিই। ফলে গঙ্গার জল কোনও সময়ে শুকনো হয না। সব সময়ে জলে পরিপূর্ণ থাকে। ভারতবর্ষে প্রাণ হচ্ছে গঙ্গা নদী। কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রাণকে রক্ষা করছে গঙ্গা।এর ফলে সারা ভারতবর্ষের মানচিত্র টা অন্যরকম রূপ নিয়েছে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল, প্রাচীন জনপদ সব নদীগর্ভে বা সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আজও তার ধ্বংসস্তূপ সুন্দরবন নদীগর্ভে বুক থেকে খনন করলে উঠে আসে।তবে সুন্দরবনকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকরা বিভিন্ন দেবতার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আজও পর্যন্ত একমত হতে পারিনি। ভবিষ্যতে গবেষণায় প্রমাণ হবে এ কথাগুলো বর্তমানে প্রমাণিত। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য আমার গবেষণায় উঠে এসেছে।আজ থেকে ২৭০০ কি ২৭৫০ বছর আগে আমাদেরই এই মনোরম বাংলায় জন্ম নেন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। মানুষের চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে মিথ-মুক্ত র‍্যশনাল এনালাইসিস সম্পন্ন এক নতুন ধরণের জ্ঞান চর্চা শুরু করেন তিনি, এর নাম 'দর্শন'। গ্রীসের প্রথম দার্শনিক থেলিস-এরও অন্ততপক্ষে এক শত বছর আগে জন্ম জ্ঞানী কপিল-এর। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের (বোধি লাভ করে যিনি হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ) জন্ম কপিল মুনির ১০০ বা ১৫০ বছর পর। দর্শনের প্রবক্তা কপিলের প্রবর্তিত দর্শনের নাম হয় 'সাংখ্য' দর্শন। "সাংখ্য" শব্দটির অর্থ "অভিজ্ঞতা-প্রসূত" বা "সংখ্যা-সম্বন্ধীয়"। কপিল প্রাচীন বাংলার অধিবাসী ছিলেন। প্রাচীনকালে যশোরের কপোতাক্ষ নদের পাশে কপিলমুনি গ্রামে এই দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল- অনেকেই এরকম অনুমান করেন। কপিলের শেষ জীবন কেটেছিল বর্তমান পশ্চিম বাংলায় । এ প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় পন্ডিতের মন্তব্য: ... Sagara an island on the bank of Ganga 90 miles form Calcutta spend later life and meditated. প্রাচীন ভারতে ছটি দার্শনিক মত ছিল। সাংখ্য, যোগ, মীমাংশা, বেদান্ত, ন্যায়, এবং বৈশেষিক। এর মধ্যে কপিল-প্রবর্তিত সাংখ্যই সবচাইতে প্রাচীন দর্শন। সাংখ্য দর্শন অবৈদিক উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধ্রুপদি সাংখ্য যে বেদ-সহ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সাংখ্য বেদ সম্পর্কে নীরব। বেদের রক্ষক (ব্রাহ্মণ সমাজ), সমগ্র জাতিভেদ ব্যবস্থা, বৈদিক দেবদেবীদের সম্পর্কে সাংখ্য নীরব। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে যে পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধেও সাংখ্য যৎসামান্য সরব। যে কপিলের মেধা আজও বিশ্বের দার্শনিক পরিমন্ডলে কে বিস্ময়াভূত করে রেখেছে। কপিলের অগ্রসর মনন সম্বন্ধে জার্মান ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক Richard Garbe লিখেছেন, 'In Kapila's doctrine, for the first time in the history of the world, the complete independence and freedom of the human mind, its full confidence in its own powers were exhibited. একজন দার্শনিক হিসেবে কপিল যথার্থই বিশ্বাস করতেন মানবজীবনে দর্শনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জীবন দুঃখময়। দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে দর্শন চর্চা জরুরি । জার্মান অধ্যাপক Richard Garbe তাঁর Die Sāmkhya-Philosophie বইতে কপিলের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতক বলে নির্ধারণ করেছেন। (কিন্তু উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন যে কপিলের জন্ম প্রাচীন বাংলায়!) পন্ডিতগণ আরও মনে করেন যে 'তত্ত্বসমাস' ও 'সাংখ্য প্রবচন' এই দুই গ্রন্থ ঋষি কপিল রচিত। যাই হোক। দার্শনিক বলেই একদল লোক ভাবলো যে, কপিল নিরেশ্বরবাদী এবং বেদ বিরোধী। সে জন্য উত্তর ভারতের আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কপিলের ঘোর বিরোধীতা করেছে এবং কপিলের মূল রচনাবলী নষ্ট করে ফেলেছে। তাহলে আমরা কি ভাবে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে জানতে পারলাম? প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মহলের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে-কোনও মত খন্ডন করার আগে সেই মতের পূর্ণ উল্লেখ করা। কাজেই কপিলের মতবাদ খন্ডন করার আগে আর্যপন্ডিতেরা কপিল-এর সাংখ্যদর্শনের পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করেছিলেন। এ ছাড়া খ্রীষ্টীয় ৩০০ শতকে ঈশ্বরকৃষ্ণ নামে একজন পন্ডিত সাংখ্যদর্শনের ওপর 'সাংখ্যকারিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে কপিলের বহু উক্তি রয়েছে। ওই গ্রন্থটি কপিলের সাংখ্যদর্শনের ওপর একটি মূল্যবান তথ্যের উৎস।) কর্দমা ও দেবধুতির সন্তান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## চেনা গল্পে অচেনা ক্যাটরিনা

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের তারকা অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। গেল বছর তাঁকে দেখা গেছে 'টাইগার ৩' ছবিতে; এবার আসছে এই অভিনেত্রীর নতুন ছবি 'মেরি ক্রিসমাস'। নতুন ছবি ঘিরে রয়েছে ভক্তদের দারুণ কৌতূহল। কারণ এতে দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় সেতুপতির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ক্যাটরিনা। সিনেমার পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন। এর আগে তিনি নির্মাণ করেছেন 'বদলাপুর' ও 'আন্ধাধুন'-এর মতো সিনেমা। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির ট্রেলার। প্রতিবারের মতো এবারও পরিচালক নিজের চেনা ছাপ রেখেছেন। সিনেমায় রয়েছে রোম্যান্সের সঙ্গে সাসপেন্স; আরও আছে সারপ্রাইজ। ট্রেলার দেখে আন্দাজ করা যায়, বলিউডের নতুন জুটি ক্যাটরিনা ও বিজয় দর্শকদের সেরা সিনেমা উপহার দিতে চলেছেন। সম্প্রতি সিনেমাটি নিয়ে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে কথা বলেছেন ক্যাটরিনা। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, 'এই ছবির শুটিংয়ের সময় তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে শুটিং ফ্লোর ছেড়ে যেতে হয়েছিল।'

এর আগেও থ্রিলার ঘরানার সিনেমায় অভিনয় করেছেন ক্যাট। কিন্তু তাঁর মতে, এই ছবি তাঁকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছিল। কারণ ছবিতে হিন্দির পাশাপাশি তামিল সংলাপও রয়েছে এবং পরিচালক ক্যাটরিনার জন্য ডাবিং করতে নারাজ ছিলেন।

ক্যাটরিনার ভাষ্যে, আমি তামিল বলতে পারি না। খুব কঠিন ভাষা। আমি ভেবেছিলাম, নির্মাতা আমায় ছাড় দেবেন। কিন্তু তিনি দেননি। ছবির দৃশ্যধারণের সময় নির্মাতা শ্রীরাম আমাকে বলেছিলেন কাল থেকে তামিল।' এ প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা মজার ছলে বলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিলাম। পরের দিন সেটে এসেও কেঁদে ফেলি। তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে আমাকে তামিল বলতে না হয়। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।' ক্যাটরিনা জানান, তামিল প্রশিক্ষক থাকার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত সংলাপগুলো রপ্ত করতে পেরেছিলেন। সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা বলেন, ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যায় হঠাৎ কাউকে পেয়ে যাওয়া। ভালো লাগা, একসঙ্গে ক্রিসমাস কাটানো। অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। এরপর নানা ঘটনাক্রমের পর দেখা যায় তারা দুজনই দারুণ বিপদে।'

'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমাটির হিন্দি সংস্করণে দেখা যাবে সঞ্জয় কাপুর, বিনয় পাঠক, প্রতিমা কন্নন ও টিনু আনন্দকে। অন্যদিকে ছবি তামিল সংস্করণে ওই একই চরিত্রগুলোয় দেখা যাবে - রাধিকা শরৎকুমার, সনমুগরজা, কেভিন জয় বাবু ও রাজেশ উইলিয়ামসকে। এছাড়া সিনেমায় ডেবিউ করবে শিশুশিল্পী পরী। এখন ক্যাটরিনা এবং বিজয়ের জুটি দর্শকদের পছন্দ হয় কিনা, তা বোঝা যাবে আগামী ১২ জানুয়ারি। সেদিনই মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

## প্রাক্তন ও বর্তমান প্রেমিককে নিয়ে অভিনেত্রীর পার্টি

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বর্তমানে খুব একটা নিয়মিত নন বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। সম্প্রতি বিরতি ভেঙে ফের কাজ শুরু করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা উদয় চোপড়ার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন নার্গিস। তবে দীর্ঘ ৫ বছরের সম্পর্কে ইতি টানেন এই অভিনেত্রী।

কিছুদিন আগেই নতুন করে প্রেমে পড়ার কথা জানান নার্গিস। এবার টনি বেগের প্রেমে মজেছেন তিনি। এবার প্রাক্তন প্রেমিক উদয় ও বর্তমান প্রেমিক টনিকে নিয়ে পার্টি করলেন নার্গিস।

জানা গেছে, নতুন বছর উদযাপন উপলক্ষে দুবাইতে পার্টি করেছেন নার্গিস। এতে অংশ নেন, উদয় চোপড়া, হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান ও তার প্রেমিক আর্সলান গনি।

ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই পার্টির বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন আর্সলান। পোস্ট করা ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে দেখা যায়। নার্গিস ফাখরিকে জড়িয়ে ধরে আছেন অভিনেত্রীর প্রেমিক টনি।

আর তার পেছনেই শ্যাম্পেইনের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে উদয় চোপড়া। এছাড়াও আরও বেশ কিছু ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নতুন প্রেম সম্পর্কে ভারতীয় গণমাধ্যমে নার্গিস বলেন, এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানাতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমার জীবনে কেউ একজন আছে। তাকে নিয়ে আমি খুবই সুখী।

প্রসঙ্গত, ভারতের কাশ্মীরে জন্ম নেন টনি। তবে বসবাস করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। টনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে কখনও মুখ খুলেননি নার্গিস।

## জীবনে অনেককে হারিয়েছি, স্পষ্টবাদী মেয়ে কেউ পছন্দ করে না : মিমি

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। ব্যক্তিজীবনে স্পষ্টবাদী ও সাহসী হিসেবে বেশ সুনাম রয়েছে তার। তবে এই নায়িকা জানালেন, সবসময় সত্যি বলায় জীবনে অনেককে হারিয়েছেন তিনি।

তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'যাহা বলিব সত্য বলিব'-এমন শর্ত রাখা হলে কতটা বিপদে পড়তেন? এর জবাবে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার কোনো অসুবিধা হতো না। আমি তো সত্যিটাই বলতে চাই সবসময়। সে কারণে এত লোকের চক্ষুশূল হই যে, অধিকাংশ সময় বিপদে পরে যাই। আমাকে লোকে বলে, 'মিমি, তুমি এবার একটু সত্যি কথা বলা বন্ধ কর। সবদিক বাঁচিয়ে বুঝেশুনে কথা বলতে শিখো।' সেটাই আমি করতে পারি না।'

সত্যি বলে কখনও বড় বিপদে পড়েছেন কিনা এমন প্রশ্নে মিমি বলেন, আমি সত্যি বলে জীবনে কত বন্ধু হারিয়েছি, তার কোনও হিসেব নেই। আসলে তারা সকলেই তেল মারায় অভ্যস্ত। তাই সত্যি বলায় তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলাম।'

বন্ধুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় কোনো আফসোস হয় কি না, মিমির স্পষ্ট জবাব- একদমই না। এটাই অনেক ভাল। যারা সত্যি কথা বললে চলে যায়, তারা তো কখনোই আমার বন্ধু ছিল না। যারা থেকে গেছে, তারা সারা জীবন থাকবে। অনেকেই মুখে বলবে, আমায় কিন্তু সব সত্যি বলবি। কিন্তু যখন বললাম, তখন তারা আর নিতে পারে না। তাদের আমার প্রয়োজন নেই। বন্ধুরা তো সাফল্যে খুশি হবে, বাহবা দেবে। যদি ঈর্ষা করে, তাহলে আর কিসের বন্ধু! আমার জীবনে খুব কম মানুষ রয়েছে, যারা আমাকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু এই বন্ধুরা আছে বলে আমিও খুব গর্বিত।

এই অভিনেত্রী বলেন, আমি বরাবরই নিজের কাজ দিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। নিজের ইচ্ছেতেই কম সিনেমায় কাজ করি। আর বাংলা ছবির টাকায় তো আমার সংসার চলে না। আমার তো ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো গডফাদার নেই যে খরচ চালাবে। আমাকে মা-বাবাকে দেখতে হয়, আমার পোষা প্রাণীদের দেখতে হয়, পাঁচটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালাতে হয়, নিজের খেয়াল রাখতে হয়। তাই পরিকল্পনা করেই কাজ করতে হয়।'

মিমি বলেন, 'দুটি জিনিস আমার জন্য খুব জরুরি। এক, ভালো গল্প। দুই, টাকা। যদি গল্প ভালো হয় তাহলে টাকায় আপস করতে রাজি আছি, আর যদি গল্প খারাপ হয় আবার পারিশ্রমিকও কম হয়, তাহলে কেন সেই কাজ করব? এক্ষেত্রে আমি অনেক কাজে 'না' বলি। যেটা অনেকেই পছন্দ করেন না। আসলে স্পষ্টবাদীয় মেয়েদের অনেকের অপছন্দের পাত্রী হতে হয়। সবাই ধরে নেয়, একটা গল্পের প্রস্তাব এলেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেতে হবে। আমি আবার সকলের সঙ্গে কাজ করতেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। আমি শুধু তাদের সঙ্গেই কাজ করি, যারা আমার কাজ এবং শৃঙ্খলার মূল্য বোঝেন।

## হুইলচেয়ারে করেই শ্রীলঙ্কায় পার্নো মিত্র

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** টলিউড অভিনেত্রী পার্নো মিত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি ভ্রমণ পিপাসু এই অভিনেত্রী। গেল ডিসেম্বরে দুবাইতে ঘুরতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান। ব্যান্ডেজও করা হয়েছে। চিকিৎসক বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কিন্তু কে শোনো কার কথা! এই অবস্থায় হুইলচেয়ারে বসে শ্রীলঙ্কা ঘুরছেন তিনি।

সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তা দেখে অনুরাগীরা তো বেশ অবাক। বলছেন, এ কী পাগলামি! অভিনেত্রীর শারীরিক অবস্থায় জানতে চাইছেন তারা।

ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে পার্নো বলেন, আমার ঘুরতে খুবই ভালো লাগে। আর অনেক আগে থেকেই শ্রীলঙ্কা বেড়ানোর জন্য আমাদের সব বুকিং করা ছিল। তাই বান্ধবীর সঙ্গে চলেই এলাম।

নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানান, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাচ্ছেন। ব্যথা কিছুটা কম। তবে আবারও ব্যথা হলে এমআরআই করাতে হবে। তবে হুইলচেয়ারে বসেই অনেকটা ঘুরছি। বেশি হাঁটছি না। তারপরও কোনো সমস্যা হলে বান্ধবী তো আছেই।'

জানা গেছে, ১০ জানুয়ারি কলকাতায় ফিরবেন পার্নো। তারপর জমে থাকা কাজগুলো করবেন। এরমধ্যে সময় বের করে আবার উড়াল দেবেন অন্য কোনো দেশ ঘুরতে।

## সব ভালোই ভালো নয়

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন** : খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনেই কোচিংয়ে মন দেন তারকারা। হতে চান বিশ্বমানের নন্দিত কোচও। কিন্তু অনেকের বেলায় সেটা আর হয়ে ওঠে না। ক'দিন কোচের দায়িত্ব পালন শেষে একেবারে অবসরে চলে যেতে হয়। তাতে কিছু তো অতৃপ্তি থেকেই যায়। সম্প্রতি এমন একজনকে নিয়ে ফুটবলবিশ্বে শোরগোল। নাম তাঁর ওয়েন রুনি। ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে সুনাম কুড়িয়ে ম্যানেজার জগতে পা বাড়ানো রুনির কোচিং অধ্যায়টা বড্ড হতাশার। যে ডালে বাসা বাঁধছেন, সেই ডালই পড়ছে ভেঙে। ক'দিন আগে বার্মিংহাম সিটি তাঁকে বরখাস্ত করেছিল। তাও ১৫ ম্যাচ কোচের চেয়ারে থাকার পর। অবশ্য কেবল রুনি নন, তাঁর চেয়েও বহু বড় তারকার কোচিং ক্যারিয়ারটা শেষ করতে হয়েছিল হা-হুতাশ করে। যুগে যুগে এমন অনেক ভালো খেলোয়াড় ভালো কোচ হতে পারেননি। তাদের মধ্যে আরেকটি নাম বেশ চর্চিত। তিনি হলেন দিয়েগো ম্যারাডোনা। ফুটবলের এই ম্যাজিশিয়ান জীবনের শেষ বেলায় কোচিংকে আপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কোথায়ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হয়নি। আজ এখানে তো কাল সেখানে। এই আসা-যাওয়ার মাঝেও ছিল না কোনো পূর্ণতা। ভালো খেলেও ভালো কোচ হতে পারেননি যারা: ওয়েন রুনি, ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, স্টিভেন জেরার্ড, ওলে গানার সোলসায়ের, কার্লোস দুঙ্গা, দিয়েগো ম্যারাডোনা, আলফ্রেডো ডি স্টেফানো, টনি অ্যাডামস, ববি চার্লটন, পল গ্যাসকোইন, রুড হুলিট, রয় কিয়েন, লোথার ম্যাথুস, অ্যালেন শিয়েরার, মার্কো ফন বাস্তেন ও মিশেল প্লাতিনি আর গত কয়েক বছরে যেসব চেনা খেলোয়াড় কোচিংয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে ভিনসেন্ট কোম্পানি বাদে বাকিরা খুব একটা সাফল্যের দেখা পাননি। তবে ভিনসেন্টের বার্নলি প্রিমিয়ার লিগে আসার পর কতদূর কী করতে পারে, সেটাও এখন বিচারের বিষয়। আবার এটাও ঠিক, সব ভালো খেলোয়াড় যেমন ভালো কোচ হতে পারেন না, সব ভালো কোচও ভালো খেলোয়াড় ছিলেন না। অ্যালেক্স ফার্গুসনকে নিশ্চয়ই ফুটবলপ্রেমীদের চেনা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সোনালি সময়ের কোচ তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে তাঁকে কেউ গোনায়ও ধরতেন না। সেই ফার্গুসনের জামানায় বহু তারকা ফুটবলবিশ্বকে করেছেন আলোকিত, জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। কোচ হিসেবে যার নামের পাশে রয়েছে ৫০টি ট্রফি। শুধু ফার্গুসন নন, আর্সেন ওয়েঙ্গার, ওটমার হিটজফেল্ড, হোসে মরিনহোর মতো স্পেশালওয়ানখ্যাত কোচরা খেলোয়াড় হিসেবে তেমন কিছুই করতে পারেননি।

মাঠে জিরো, ডাগআউটে হিরো যারা

নাম : অ্যালেক্স ফার্গুসন, কোচ হিসেবে ট্রফি : ৫০, খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি : ২,

নাম : হোসে মরিনহো, কোচ হিসেবে ট্রফি : ২৬, খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি : ০,

নাম : আর্সেন ওয়েঙ্গার, কোচ হিসেবে ট্রফি : ২১, খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি : ৫,

নাম : লুইস ফন গাল, কোচ হিসেবে ট্রফি : ২০, খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি : ৩,

নাম : ওটমার হিটজফেল্ড, কোচ হিসেবে ট্রফি : ২৬, খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি : ৩।

আবার এমন উদাহরণও রয়েছে, যারা খেলেছেনও দুর্দান্ত আবার পড়াচ্ছেনও বেশ! সেই উদাহরণ টানলে এই সময়ের অন্যতম সেরা একজন কোচ পেপ গার্দিওলার কথা আসবে সবার আগে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে বার্সার হয়ে দ্যুতি ছড়ানো পেপ কোচ হয়েও কাতালানদের দু'হাত ভরে দিয়েছেন। এর পর বায়ার্ন মিউনিখ রাঙিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে উপহার দেন ট্রেবল, যা কিনা ক্লাবটির বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ছিল।

ব্যতিক্রম: তবে সব ভালো খেলোয়াড় যে আবার ভালো কোচ হতে পারেন না, এমনও নয়। ব্যতিক্রমও রয়েছে। যার উদাহরণ পেপ গার্দিওলা, কার্লো আনচেলত্তি মার্সেলো লিপ্পি, ইয়োহান ক্রুইফ ও জিনেদিন জিদান। যারা কিনা একাধারে মাঠ এবং ডাগআউট দুটিই মাতিয়েছেন।

কেন তারা ভালো কোচ?: ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি এক নিবন্ধে একজন ভালো কোচের কিছু গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। যেখানে তারা মোটা দাগে কয়েকটি গুণের কথা বলেছেন। যেগুলো হলো সব সময় ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার মনোভাব, খেলার ব্যাকরণগত এবং বুদ্ধিদীপ্ত দিক সম্পর্কে জ্ঞান, একজন ভালো শ্রোতা ও যোগাযোগকারী, সর্বদা শিক্ষকশসুলভ না হয়ে বন্ধুসুলভ এবং পেশাদারিত্বের জায়গায় ঠিকঠাক

রুনির চাকরি খোয়ানোর কারণে মনে পড়বে আরেক দুই ভালো খেলোয়াড় জেরার্ড ও ল্যাম্পার্ডের কথা। তারা কিন্তু এককালে ভালো খেলেছেন এমন না! একজন তো চাকরি হারিয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। আরেকজন কোনোমতে টিকে আছেন, বলছিলাম জেরার্ডের কথা। ইউরোপে আলো ছড়াতে না পারায় সৌদিতে যেতে হয়েছে তাঁকে। বর্তমানে আছেন দেশটির আল ইত্তিফাকের কোচের দায়িত্বে। আর ল্যাম্পার্ড চেলসি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর এখনও খুঁজে পাননি নতুন ঠিকানা।

ভালো খেলোয়াড় বনাম ভালো কোচ: সব কোচই যেমন ভালো খেলতে পারেন না, আবার সব খেলোয়াড়ই ভালো কোচ হতে পারেন না। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। মূলত খেলোয়াড় হিসেবে তারকা হলেও গুরু হিসেবে সুদক্ষ না হওয়ার বড় কারণটা অতি আবেগি হওয়া। এ ছাড়া কোচ হতে গেলে ব্যক্তিগত নানা দক্ষতাও থাকতে হয়, যেটা অনেক তারকা খেলোয়াড়ের থাকে না। পাশাপাশি তারকা খেলোয়াড়ের প্র্যাকটিকাল দিকগুলো রপ্ত থাকলেও থিওরি কিংবা টেকনিক নিয়ে জানাশোনা কম থাকে। যেসব কারণে অনেক বড় তারকাই কোচিংয়ের ব্যর্থতার খাতায় নাম লেখান।

## ফিফার বর্ষসেরা একাদশের
# মনোনয়নে মেসি-রোনালদো

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন** : ইনজুরিতে আক্রান্ত হলেও ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মাঠে নিজের কারিশমা দেখিয়েছেন লিওনেল মেসি। আর সৌদি ক্লাব আল-নাসরে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ২০২৩ সালে হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। ইউরোপ ছেড়ে গেলেও তাই ফিফার বর্ষসেরা স্কোয়াডের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন দুজনই। ২৩ সদস্যের এই স্কোয়াড থেকেই ঘোষণা করা হবে বর্ষসেরা একাদশের নাম। তালিকায় মেসি এবং রোনালদো ছাড়াও আছেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা করিম বেনজেমার নামও।

গতকাল বুধবার আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা) বর্ষসেরা একাদশের জন্য প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছে। যেখানে ২৮ হাজারেরও বেশি পেশাদার ফুটবলার তাদের বছরের সেরা দলকে ভোট দিয়েছেন। আগামী ১৫ তারিখ লন্ডনে ঘোষণা হবে সেরা একাদশ। ২৩ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াডঃ

গোলকিপার
থিবো কোর্তোয়া, এডারসন, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ

ডিফেন্ডার
রুবেন দিয়াজ, ফন ডাইক, এদার মিলিতাও, রুডিগার, জন স্টোনস, কাইল ওয়াকার

মিডফিল্ডার
জুড বেলিংহাম, কেভিন ডি ব্রুইন, ইলকায় গুন্দোয়ান, লুকা মদ্রিচ, রদ্রি, বের্নার্দো সিলভা, ফেদেরিকো ভালভার্দে

ফরোয়ার্ড
করিম বেনজেমা, আর্লিং হলান্ড, হ্যারি কেইন, কিলিয়ান এমবাপে, লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

## পেশির চোট কাটিয়ে
# দ্রুত ফিরতে চান পেদ্রি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন** : পেশির চোট সমস্যায় আপাতত দলের বাইরে আছেন পেদ্রি। ঠিক কবে নাগাদ ফুটবলের সবুজে ফিরতে পারবেন, তা জানেন না এই মিডফিল্ডার। তবে দ্রুতই মাঠে ফেরার আশাবাদ জানালেন তিনি। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে পেশিতে চোটের চিকিৎসা চলছিল পেদ্রির। সেই থেকে মাঠের বাইরে তিনি। প্রায়ই অবশ্য চোট হানা দেয় পেদ্রির শরীরে। চলতি মৌসুমে এ নিয়ে দ্বিতীয় দফা ছোবল বসিয়েছে চোট। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ভুগিয়েছিল; ফলে ১২ ম্যাচ খেলা হয়নি এ মৌসুমে। চোটে ভুগে ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬৭টি ম্যাচ খেলতে পারেননি এই মিডফিল্ডার। ইবাই লিয়ানোসের লাইভ স্ট্রিমিংয়ে চোটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন পেদ্রি। মাঠে ফেরার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলতে পারেননি তিনিও। পেদ্রি বলেন, আমার ফেরার নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণ নেই, কিন্তু দ্রুতই ফিরব। আমার প্রথম মৌসুম অনেক লম্বা ছিল। ৭৩টি ম্যাচ খেলেছিলাম। এর প্রভাব পড়তে পারে, কিন্তু আমি দুনিয়া জয় করতে চেয়েছিলাম। সবাই বলেছিল যে, প্রথম চোট আবারও ফিরে আসতে পারে, কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে আমি কাজ করছি, যাতে এটা ফিরে না আসতে পারে। খাদ্যাভাস বদলেছি এবং যোগ ব্যায়ামও করছি। চোটের কারণে কটু কথাও শুনতে হয়েছে পেদ্রিকে। প্রশ্ন উঠেছে তার জীবনাচরণ পদ্ধতি নিয়েও। এ নিয়ে হতাশা আড়াল করেননি এই মিডফিল্ডার। তিনি জানান, যখন লোকে বলে আমার লাইফ স্টাইলের কারণে আমি চোটে পড়ি, এটা আমাকে পীড়া দেয়। আমি এমন একজন মানুষ, বাইরে যাই না, পার্টি করতে পছন্দ করি না এবং রাত জাগি না। আমি ট্রেনিং করতে ভালোবাসি, স্রেফ ফুটবল খেলতে চাই।"

## লঙ্কানদের নতুন টেস্ট অধিনায়ক ধনঞ্জয়া

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : বিশ্বকাপের পর ইতোমধ্যে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। ওয়ানডে দলেও এসেছে বড়সড় পরিবর্তন। এবার টেস্ট অধিনায়কের নামও জানালো শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। সাদা পোশাকে দলের নেতৃত্ব সামলাবেন ধনঞ্জয়া ডি সিলভা।

টেস্টে অধিনায়ক বদলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসএলসি'র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান উপুল থারাঙ্গা। দিমুথ করুনারত্নের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন ধনঞ্জয়া। শ্রীলঙ্কার ১৮তম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের অপেক্ষায় এই ব্যাটসম্যান। বেশ কয়েক বছর ধরেই শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ধনঞ্জয়া। শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলেছেন ৫১ টেস্ট। তাতে ব্যাট হাতেও দেখা পেয়েছেন সাফল্যের। করেছেন ১০ শতক ও ১৩ অর্ধশতক। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন ধনঞ্জয়া।

এর আগে ৩ জানুয়ারি ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে এসএলসি। সেই দলে অবশ্য জায়গা হয়নি ধনঞ্জয়ার। তিনিসহ বিশ্বকাপে খেলা ৯ জন বাদ পড়েছেন। মূলত নতুনদের নিয়েই সীমিত ফরম্যাটে আগাতে চায় শ্রীলঙ্কা।

## ওয়ার্নারের অভাব
# পূরণ করবে কে?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : অস্ট্রেলিয়ার সফল ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার পাকিস্তানের বিপক্ষে চলমান সিডনি টেস্ট দিয়েই লাল বলের ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন। ফলে তার পরিবর্তে কে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। তবে ওয়ার্নারদের অভাব পূরণের জন্য ক্যামেরন গ্রিনকে বেছে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। ক্রিকইনফোর এক সাক্ষাৎকারে ওয়াটসন বলেন, এই মুহূর্তে ওয়ার্নারের অভাব পূরণ করতে পারে কেবল গ্রিন। আমার মনে হয় তার (গ্রিন) সেই যোগ্যতা রয়েছে। সে জানে তাকে কী করতে হবে। তবে তাকে বোলিংটাও নিশ্চিত করতে হবে। যেমন আমি আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে করেছিলাম। আমার বিশ্বাস সে এটা করতে পারবে।

গত নভেম্বরে ওয়ার্নারের বদলি হিসেবে গ্রিনকে দিয়ে ওপেন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কোচ ও নির্বাচক অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন ওয়াটসন। পরামর্শ দিয়েছিলেন মার্নাস লাবুশেনেকে ওপনার হিসেবে খেলানোর। আর গ্রিনকে মিডিল অর্ডারে খেলাতে বলেছিলেন এই অজি কিংবদন্তি।

তবে ওপেনিংয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন উসমান খাজা। তাই লাবুশেনে তিন নম্বরে জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে মাঝের দিকে ট্রাভিস হেড এবং মিচেল মার্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এখন গ্রিনের জন্য একমাত্র সমাধান ওপেন করা।

## সাত গোলের রোমাঞ্চ;
## জিরোনার দুর্দান্ত জয়

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন** : চলতি মৌসুমে লা লিগায় জিরোনার জয়রথ ছুটিয়েই চলছে। এবার অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে দিলো তারা। ৩ জানুয়ারি লা লিগার ম্যাচে অ্যাথলেটিকোকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে চমক জাগানিয়া দলটি।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় জিরোনা। শিরোপা দৌড়ে থাকা দলটিকে প্রথম গোল এনে দেন স্প্যানিশ ফুলব্যাক ভ্যালেরি ফার্নান্দেজ। অবশ্য ১৪ মিনিটের মাথায় সেটি শোধ দিয়ে দেন আলভারো মোরাতা। তবে অ্যাথলেটিকো সমতায় ফেরানোর রেশ কাটতে না কাটতেই আবার গোল। জিরোনা দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায় ২৬তম মিনিটে। এই গোলটির নায়ক ১৯ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড স্যাভিও। এরপর ৩৯ মিনিটে জিরোনার পক্ষে ব্যবধান ৩-১ বানান ডাচ মিডফিল্ডার ডেলি ব্লাইন্ড। বিরতির আগে ৪৪ মিনিটে দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন মোরাতা। বক্সের ভেতরে ঢুকে বাঁ দিক থেকে কোনাকুনি শটে গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে জালে পাঠান এই স্প্যানিশ। প্রথম গোলটিও ছিল এমন।

দ্বিতীয়ার্ধেও ম্যাচে নিজের উপস্থিতি জানা দেন মোরাতা। ৫৪তম মিনিটে দলকে ৩-৩ সমতা ফেরানো গোলটি এনে দেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এ নিয়ে ছয় বছর পর হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন মোরাতা।

এরপর একের পর এক আক্রমণ করে যেতে থাকে দুই দল। কিন্তু গোলের দেখা পাচ্ছিলো না। পয়েন্ট ভাগাভাগির দিকেই যাচ্ছিলো ম্যাচ। ঠিক তখনই ম্যাচের যোগ করা সময়ে দৃশ্যপট পাল্টে দেন ইভান মার্টিন। ৯১ মিনিটে জটলার ভেতর থেকে বল পাঠিয়ে দেন অ্যাথলেটিকোর জালে।

এই জয়ে ১৯ ম্যাচে ১৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে জিরোনা। সমান ম্যাচে একই পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানের এগিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। আথলেটিকো মাদ্রিদ ১৯ ম্যাচে ১২ জয়, ২ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR